আনাস ইবন মালেক (রা:) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) হাজ্জের পূর্বে এই দোয়া করতেন,

«اَللّٰهُمَّ حَجَّةً لاَ رِيَاءَ فِيْهَا وَلاَ سُمْعَةَ ».

'হে আল্লাহ, এমন হজের তাওফীক দান করুন, যা হবে লোক দেখানো ও সুনাম কুড়ানোর মানসিকতা মুক্ত।' [ইবন মাজা, সুনান: ২৮৯০]

হজের তালবিয়া নিম্নরূপ

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكْ، لَبَّيْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكْ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكْ ، لا شَرِيْكَ لَكْ

(লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাকা) 'আমি হাযির, হে আল্লাহ! আমি হাযির। তোমার কোনো শরীক নেই। নিশ্চয়ই প্রশংসা ও নিয়ামত তোমার এবং রাজত্বও, তোমার কোনো শরীক নেই।

মসজিদে হারামে প্রবেশ :

তালবিয়া পড়তে পড়তে পবিত্র কা'বার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। যেকোনো দরজা দিয়ে ডান পা দিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশের সময় নিম্নের দো'আটি পড়বেন :[1]

«أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلى رَسُوْلِ اللهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ، وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ».

(আউযুবিল্লাহিল আযীম ওয়াবি ওয়াজহিহিল কারীম ওয়া সুলতানিহিল কাদীমি মিনাশ শায়তানির রাজীম। বিসমিল্লাহ ওয়াস্সালাতু ওয়াস্সালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আল্লাহুম্মাগফির লি যুনুবী ওয়াফতাহ লি আবওয়াবা রাহমাতিক।)

'আমি মহান আল্লাহর, তাঁর সম্মানিত চেহারার এবং তাঁর চিরন্তন কর্তৃত্বের মাধ্যমে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। সালাত ও সালাম রাসূলুল্লাহ ﷺএর ওপর। হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের সকল দরজা খুলে দিন।'

তওয়াফের সময় রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজ্বরে আসওয়াদ পর্যন্ত পড়ার দো'আ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(রববানা আতিনা ফিদ দুনইয়া হাসানাহ, ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাহ, ওয়াকিনা আযাবান নার) হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখেরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে অগ্নির শাস্তি হতে বাছাও।

ইবন আব্বাস রা. যমযমের পানি পানের পূর্বে এই দো'আ পড়তেন,

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান, বিস্তৃত সম্পদ ও সকল রোগ থেকে শিফা কামনা করছি।'[2] পানি পান করার পর মাথায়ও কিছু পানি ঢালুন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতেন।[3] 'অতঃপর আবার ফিরে এসে রুকন (হাজরে আসওয়াদ) স্পর্শ করে সাফা অভিমুখে রওয়ানা হোন।'[4]

1. অন্যান্য দু'আর সাথে এ দু'আ বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর দরূদ পড়ার কথা এসেছে। হাকেম : ১/৩২৫; আবু দাউদ : ৪৬৫।
2. দারা কুতনী : ২৭৩৮।
3. মুসনাদে আহমাদ ৩/৩৯৪।
4. মুসনাদে আহমদ : ৩/৩৯৪; মুসলিম : ১২১৮ ও ১২৬২।

মাকামে ইবরাহীম আ.-এ পৌঁছে তিলাওয়াত করলেন : (ওয়াত্তাখিযূ মিম মাক্বামি ইবরাহীমা মুসাল্লা)

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

তিনি উচ্চস্বরে তেলাওয়াত করলেন যাতে লোকেরা শুনতে পায়।[5]

এরপর মাকামে ইবরাহীমকে তাঁর ও বায়তুল্লাহ্‌র মাঝখানে রেখে দু'রাক'আত সালাতে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পড়েছিলেন।'[6]

সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী হলে বলবেন,

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ.

(ইন্নাস্সাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাআ'ইরিল্লাহ। আবদাউ বিমা বাদাআল্লাহু বিহী।)

'নিশ্চয়ই সাফা মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন। আমি শুরু করছি আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করেছেন।'[7]

এরপর সাফা পাহাড়ে উঠে বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে দাঁড়াবেন[8] এবং আল্লাহর একত্ববাদ, বড়ত্ব ও প্রশংসার ঘোষণা দিয়ে বলবেন,

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يحيى ويميت وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

(আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল্ মুল্কু ওয়ালাহুল হাম্দু ইউহয়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু আনজাযা ওয়াদাহু, ওয়া নাছারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহ্।)

'আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান![9] আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন। আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন; তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রু-দলগুলোকে পরাজিত করেছেন।'[10]

সবুজ দুই আলামতের মাঝে চলার সময় নিচের দো'আটি পড়বেন,

«رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْت الأَعَزُّ الأَكْرَمُ».

(রাবিবগ্ফির্ ওয়ার্হাম্, ইন্নাকা আন্তাল আ'য়ায্যুল আকরাম্।)

'হে আমার রব, আমাকে ক্ষমা করুন এবং রহম করুন। নিশ্চয়ই আপনি অধিক শক্তিশালী ও সম্মানিত।'[11]

আরাফা দিবসের বিশেষ দো'আ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহূ লা শারীকালাহূ , লাহুল মুলক, ওয়ালাহুল হামদ, ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর)

'আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।'

5. নাসাঈ।
6. নাসাঈ, তিরমিযী।
7. মুসলিম : ১/৮৮৮।
8. মুসলিম : ১২১৮।
9. নাসাঈ : ২/ ৬২৪; মুসনাদে আহমদ : ৩/৩৮৮।
10. নাসাঈ ২/২২৪; মুসলিম : ২/২২২।
11. ইবন আবী শাইবা : ৪/৬৮; বাইহাকী : ৫/৯৫; তাবারানী, আদ্ দু'আ : ৮৭০; আলবানী, হিজ্জাতুন নবী পৃ. ১২০।